গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৯৪.২০-৪৮০

তারিখঃ ০৭ পৌষ ১৪২৭ / ২২ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-৪৬৪২/২০২০ মামলার ০৬/১০/২০২০ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের প্রেক্ষিতে তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ
(১) ডিটিই এর স্মারক নং-পত্র সংখ্যা-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.২০.১৭০, তারিখ: ১৫/১১/২০২০ খ্রি.।
(২) অধ্যক্ষ, সানুরা সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার স্মারক নং- ১৮/২০১৫ তারিখ: ২০/০৯/২০১৫ খ্রি.
(৩) গভর্ণিং বডি সদস্যদের আবেদন (জনাব মো: মাজহারুল এর বিষয়ে তদন্ত) তারিখ: ২৪/১২/২০১৫ খ্রি.
(৪) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তারাকান্দা এর স্মারক নং-উমাশিঅ/তারা/ময়মন/তদন্ত প্রতিবেদন/২০১৬/৯৯২, তারিখ: ২৫/০২/২০১৬ খ্রি.
(৫) ডিজি, ডিএমই'র স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৩.২.২৮.১৮-৪০৪, তারিখ: ১০/০৬/২০১৮ খ্রি.
(৬) জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক এর আবেদন, তারিখ: ২২/৭/২০১৮ খ্রি.
(৭) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৮৫.০১৮.০৬.১৭-৩৪৪, তারিখ: ০৩/০৯/২০১৮খ্রি.
(৮) জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক এর আবেদন, তারিখ: ১১/৩/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত (১) নং পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলাধীন সানুরা ইসলামিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা'য় সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) হিসেবে জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম গত ৩০/০৮/২০০৪ খ্রি. তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ০১/০৯/২০০৪ খ্রি. তারিখে যোগদান করেন।

২। নিয়োগকালীন বিপিএড প্রশিক্ষণ সনদ না থাকায় **"পরবর্তীতে বিপিএড প্রশিক্ষণ করতে হবে এমন শর্তে নিয়োগ পত্র দিতে সুপারিশ করা হয়"** মর্মে নিয়োগ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ কর্তৃক ১৭/০৮/২০০৪ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত রেজ্যুলেশনের ফটোকপিতে দেখা যায়।

৩। তৎপ্রেক্ষিতে বিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য অনুমতি চেয়ে সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম কর্তৃক গত ২৮/৯/২০০৫খ্রি, ০৬/১১/২০০৭খ্রি. এবং ১২/০৫/২০১৫ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বরারব আবেদন দাখিল করা হয়। অত:পর ২০/৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কর্তৃক নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাগজ পত্রাদি অফিসে জমা না দেয়ার কারণে জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম এর নিকট সূত্রোক্ত (২) নং পত্রমূলে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়।

৪। নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রাদি ফাইল আকারে যোগদানের সময় অফিসে জমা দেয়া আছে মর্মে জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম কর্তৃক কারণ দর্শানোর জবাবে ২০/৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে উল্লেখ করা হয়।

৫। অত:পর জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম এর পিটিএড সনদ ও শিক্ষক নিবন্ধন সনদ ভূঁয়া মর্মে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গভর্ণিং বডির ০৫ জন সদস্য কর্তৃক ২৪/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৩) মূলে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর বরারব আবেদন দাখিল করা হয়। গত ১৪/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে উক্ত তদন্তের দিন নির্ধারিত হলে সকল মূল সনদপত্র কাছে না থাকায় (তাঁর পূর্ববর্তী এনজিও চাকুরীস্থল, সুনামগঞ্জে থাকায়) তদন্তের জন্য ০৩ (তিন) মাস সময় বৃদ্ধির জন্য জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম কর্তৃক তদন্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তারাকান্দা বরারব আবেদন করা হয়।

৬। তথাপি যথা নিয়মে ১৪/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তারাকান্দা কর্তৃক উক্ত তদন্তের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত তদন্তকালীন অভিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন সনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাছাড়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও উক্ত শিক্ষকের সনদপত্র, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি তথা নিয়োগ সংক্রান্ত কোন তথ্যই দেখাতে পারেননি। সুতরাং উক্ত শিক্ষকের কথাবার্তায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ সঠিক নয় এবং তার নিয়োগ কার্যক্রম বৈধভাবে সম্পন্ন হয়নি মর্মে প্রতীয়মান। কিন্তু তিনি একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক, ইনডেক্স নং-২১০৩৫৭৫। কাজেই সরকারি বিধি মোতাবেক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্ত শিক্ষক জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকমূলে সুপারিশ/মন্তব্য ব্যক্ত করা হয়।

৭। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলাধীন সানুরা ইসলামিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা'র জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) এর এমপিও বন্ধসহ তাঁর কর্তৃক উত্তোলিত সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থাকরণের ডিজি, ডিএমই কর্তৃক ১০/০৬/২০১৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে সচিব, টিএমইডি-কে অনুরোধ জানানো হয়।

৮। ইতোমধ্যে জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) কর্তৃক তার সকল একাডেমিক সনদ মাদাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করার অনুরোধ জানালেও অধ্যক্ষ কর্তৃক তা না করায় বিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ প্রদানসহ (একাডেমিক সনদ জালিয়াতির) অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে গত ২২/৭/২০১৮খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৬) মূলে সচিব, টিএমইডি বরারব আবেদন করা হয়।

৯। ডিজি, ডিএমই কর্তৃক ১০/০৬/২০১৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে টিএমইডি এর মাদ্রাসা-২ শাখা হতে জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) এবং মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এর বক্তব্য/কার্যক্রম পরস্পর বিরোধী হওয়ায় সঠিক তথ্য উৎঘাটনের জন্য পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে বিষয়টি তদন্ত করে ডিজি, ডিএমই'র মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য টিএমইডি হতে ০৩/৯/২০১৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৭) নং স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়।

১০। টিএমইডি'র উক্ত পত্রের পরে বকেয়া বেতন-ভাতাসহ বিপিএড প্রশিক্ষণ করার অনুমতি প্রদানের জন্য জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম কর্তৃক এবার ১১/০৩/২০২০ তারিখ সূত্রোক্ত (৮) মূলে সচিব, টিএমইডি বরারব আবেদন দাখিল করা হয়।

১১। দাখিলকৃত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় (বকেয়া বেতন-ভাতাসহ বিপিএড প্রশিক্ষণ করার অনুমতি না পাওয়ায়) জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, ইনডেক্স নং-২১০৩৫৭৫ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৪৬৪২/২০২০ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় সচিব, টিএমইডি, ডিজি, ডিএমই ও আরো অন্যান্যসহ মোট ০৯ (নয়) জনকে রেসপনডেন্ট করা হয়েছে।

চলমান পাতা নং-০২

১২। উক্ত রিট পিটিশন নং-৪৬৪২/২০২০ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০৬/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশের শেষাংশ নিম্নরুপ-

"Accordingly, the application is disposed of with the following direction. Thus, the respondent No. 2 is directed to dispose of the application dated 11.03.2020 (Annexure-I-I) to the writ petition sent by the petitioner to him through registered post within a period of 30 days from the date of receipt of this order.

However, let us make it clear that the respondent No. 2 will be at liberty to take decision on the said application in any manner in accordance with law"

১৩। রিট মামলার উক্ত রায়ে Respondent No. 2 অর্থাৎ ডিজি, ডিএমই পিটিশনার কর্তৃক ১১/০৩/২০২০ তারিখে সচিব, টিএমইডি বরাবর দাখিলকৃত আবেদনটি বিষয়ে বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগে স্বাধীন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য মামলায় সরকার প্রতিকূলে রায় হয়নি। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার সুযোগ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না।

১৪। উল্লেখ্য- গত ১৪/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তারাকান্দা কর্তৃক সম্পন্নকৃত তদন্তের কার্যক্রমের প্রতিবেদনে বলা হয়। তদন্তকালীন অভিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন সনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাছাড়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও উক্ত শিক্ষকের সনদপত্র, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি তথা নিয়োগ সংক্রান্ত কোন তথ্যই দেখাতে পারেননি মর্মে সূত্রোক্ত (৪) নং প্রতিবেদন হতে স্পষ্ট হয়।

১৫। সুতরাং উক্ত শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ সঠিক নয় এবং তার নিয়োগ কার্যক্রম বৈধভাবে সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু তিনি একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক, ইনডেক্স নং-২১০৩৫৭৫। কাজেই সরকারি বিধি মোতাবেক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্ত শিক্ষক জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

১৬। বিশেষভাবে উল্লেখ্য- বিবেচ্য প্রস্তাবের সাথে অভিযুক্ত শিক্ষক জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম এর এসএসসি, এইচএসসি এবং বি.এস সি পাস সনদের ফটোকপি সংযুক্ত করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত। যার ইনডেক্স নং-২১০৩৫৭৫ মর্মে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জানুয়ারি/১৪ মাসের এমপিও শীট হতে স্পষ্ট হয়। মার্চ/২০ মাসের এমপিও শীটেও উক্ত শিক্ষকে এমপিও প্রদান করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

১৭। জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম কর্তৃক শরীর চর্চা শিক্ষক পদে চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রথমে দাখিলকৃত ১২/৭/২০০৪ খ্রি. তারিখের আবেদনে দেখা যায় যে, তিনি বিপিএড পাস নন বা কোন তথ্যও যোগ করেননি। তথাপি নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিপিএড সনদ না থাকা) না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং এমপিওভুক্ত হয়েছে সেহেতু রিট মামলার রায়/আদেশের আলোকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্টীকরণ আবশ্যক-

(ক) অভিযুক্ত শিক্ষক জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম এর বিধি মোতাবেক নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিপিএড সনদ না থাকা) না থাকা সত্ত্বেও **"পরবর্তীতে বিপিএড প্রশিক্ষণ করতে হবে এমন শর্তে নিয়োগ দিতে সুপারিশ করা হলো"** মর্মে নিয়োগ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা একজন সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক ১৭/০৮/০৪খ্রি. স্বাক্ষরিত রেজ্যুলেশনের সিদ্ধান্তটি কোন বিধানবলে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং উক্ত সিদ্ধান্ত আইনানুগ ছিল কিনা তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

(খ) সানুরা ইসলামিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা'য় সরকারি বিধি মোতাবেক একজন শরীরচর্চা শিক্ষক আবশ্যক মর্মে গত ২৬/০৬/২০০৪ খ্রি. তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় তাছাড়া কোন শর্ত ছিল উল্লেখ ছিল না। সেহেতু সরকারি বিধি মোতাবেক কাম্য যোগ্যতা না থাকলেও তাকে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রার্থীর থেকে নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষই দায়ী। দায়ী নিয়োগ কমিটির সদস্যদের নাম পদবী ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজন;

(গ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে অভিযুক্ত শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বা কোন সনদ না থাকলে অধ্যক্ষ কর্তৃক কিভাবে উক্ত শিক্ষক-কে এমপিওভুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হলো বা তাঁকে এমপিওভুক্ত করা হলো? এর জন্য দায়ী কর্মকর্তা সনাক্ত (নাম, পদবী ও বর্তমান অবস্থানের তথ্যসহ) হওয়া আবশ্যক;

(ঘ) প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত তথ্যমতে দেখা যায় যে, **অভিযুক্ত শিক্ষক জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম ৩০/৮/০৪ খ্রি. তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ০১/০৯/০৪ খ্রি. তারিখ যোগদান করেন। কিন্তু উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ২৪/১২/১৫খ্রি. তারিখে দায়েরকৃত অভিযোগ পত্রে তিনি ০১/১২/২০১৩ তারিখ হতে কর্মরত আছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে বিষয়টি পরস্পর বিরোধী যা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া উক্ত শিক্ষকের উপর নিবন্ধন সনদের বিধান প্রযোজ্য কিনা**? এ বিষয়ে প্রমাণকসহ তথ্য প্রয়োজন;

(ঙ) ডিজি, ডিএমই'র ১০/০৬/২০১৮ তারিখের সূত্রোক্ত (৫) নং পত্রের প্রেক্ষিতে টিএমইডি কর্তৃক জনাব মো: মাজহারুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) এবং উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এর বক্তব্য/কার্যক্রম পরস্পর বিরোধী হওয়ায় সঠিক তথ্য উৎঘাটনের জন্য পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে বিষয়টি তদন্ত করে ডিএমই'র মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য টিএমইডি হতে ০৩/৯/২০১৮ তারিখে সূত্রোক্ত (৭) নং স্মারকমূলে প্রেরিত পত্রের উপর গৃহীত কার্যক্রমের ফলাফল কি এর বিষয়ে ডিজি, ডিএমই এর মতামতসহ তথ প্রয়োজন;

(চ) কোন নীতিমালার আওতায় উক্ত শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে উক্ত নীতিমালার (নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক) এ বিষয়ে (দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে) কী করণীয় এ সংক্রান্তে ডিজি, ডিএমই এর মতামত প্রয়োজন;

(ছ) "সরকারি বিধি মোতাবেক একজন শরীর চর্চা শিক্ষক আবশ্যক" মর্মে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিধান অনুসরণযোগ্য মর্মে প্রমান করে কি না? এ বিষয়ে মতামত প্রয়োজন;

১৮। এমতাবস্থায়, উল্লিখিতমতে তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) আগামি ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা) 22/12/2020
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)-

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।